দৈনিক সংবাদ

DEC. 25 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... .

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন সম্মাননা

রফিকুল বাশার

ক্যাম্পাস সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য শুরু হল ডিন পুরস্কার প্রবর্তন। গত ৪ঠা ডিসেম্বর এক আনন্দঘন পরিবেশে টিএসসি মিলনায়তনে একঝাঁক তরুণ-তরুণী প্রথমবারের মত এই পুরস্কার অর্জন করল। শিক্ষকরাও বঞ্চিত হননি এ পুরস্কার থেকে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ ও পাঠ্যপুস্তক রচনাকে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষকদেরকেও দেয়া হয়েছে ডিন সম্মাননা পুরস্কার।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন আহমেদকে সভাপতি করে পুস্তক, গবেষণাপত্র বাছাই ও ডিন পুরস্কার নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির নির্বাচনেই পুরস্কৃত হয়েছেন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা।

বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী সংখ্যার উপরের দিকের পাঁচ ভাগ যারা প্রথম শ্রেণী পেয়েছে এবং কোনপর্যায়ে ফলোন্নয়ন পরীক্ষা দেয়নি তারাই ডিন পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী ফলোন্নয়ন পরীক্ষা দেয়ার জন্য নির্বাচিত হয়নি। তবে প্রথমবারের মত এই পুরস্কার দেয়া হয়েছে বলে কিছু ফলোন্নয়ন পরীক্ষা দেয়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে এবার ডিন পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা যাতে আরো ভাল করে বা উৎসাহ পায় সে উদ্দেশ্যেই এ পুরস্কার। পাশাপাশি শিক্ষকদেরকেও উৎসাহিত করবে মৌলিক গবেষণা কাজে।

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে পাঁচ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্তদেরকে দেয়া হয়েছে দুই হাজার টাকা ও সার্টিফিকেট। শিক্ষকরা পেয়েছেন সার্টিফিকেট ও দশ হাজার টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী সবার মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। বক্তব্য রাখেন প্রো-ভিসি অধ্যাপক জেড-এন তাহমিনা বেগম। অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী সকল অনুষদে এমন পুরস্কারের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মেধার স্বীকৃতি হলে আমাদের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা অনুপ্রাণিত হবেন।

১৯৯৯-২০০১ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষকদের মধ্যে গবেষণাপত্র প্রকাশনায় গণিত বিভাগের অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন পুরস্কার পেয়েছেন। পুস্তক প্রকাশনায় ভূতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল হাসান ও পুস্তক প্রকাশনায় বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মো. নূরুল ইসলাম।

১৯৯৮ সালের স্নাতক সম্মান ডিগ্রি পাওয়া ৪১ জন ছাত্রছাত্রীকে ডিন পুরস্কার ২০০১ দেয়া হয়েছে। এরা হলেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে মোহাম্মদ শাহজাহান খান, মো. মাসরুর হোসেন ও শারমিন ফারিহা, রসায়ন বিভাগের তানজিনা আফরিন ও আবিদা সুলতানা টুসী। ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে নাহিদ রেজওয়ানা, জিনাত মাহজাবিন, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও মৌসুমী জহুর। গণিত বিভাগে মো. শরীফউল্লা মজুমদার ও সাজেদা খানম।

কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে শবনব আহমেদ। ভাল ফলাফল করা সত্ত্বেও যারা ফলোন্নয়ন পরীক্ষা দিয়েছে তাদেরকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এরা বলেন, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে খন্দকার অমিতাভ নোবেল, দীপংকার তালুকদার, নওরোজ জাহান ও মোহাম্মদ জুবায়ের-উল-করিম। ফলিত পদার্থ ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগে মুসাব্বের উদ্দিন আহমেদ, মো. নাঈমুল ইসলাম, এস. এম জাহিদুল ইসলাম ও মুহাম্মদ শাহরিয়ার বাসার। রসায়ন বিভাগে ফারহানা সুলতানা সালেহ ও মো. সাদেকুল ইসলাম, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগে মো. শহিদুল ইসলাম (শাহিন), ফারজানা ফেরদৌস ও সৈয়দ আলী আশরাফ। ভূতত্ত্ববিভাগে তৌফিক হাসান মাহমুদ ও খন্দকার সাদিয়া আরফিন। গণিত বিভাগে আসমা সেলিম, রেহেনা নাসরিন, এস. এম আশরাফুল রহমান ও মো. আমিনুল হক। ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে মোস্তাইম বিল্লাহ। পরিসংখ্যান বিভাগে নুসরাত হারুন, মো. বেলাল হোসেন, কাওসার জাহান, মো. আবদুস সালাম আকন্দ ও মোহাম্মদ সফিকুর রহমান, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে মনিরুল ইসলাম শরীফ, মোহাম্মদ জুলিয়াস হোসেন, সৈয়দ ফয়সাল হাসান ও চৌধুরী ফারহান আহমেদ।